71

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 28 DEC 1998
পৃষ্ঠা 7 কলাম 5

৩০ ডিসেম্বর ঢাকা ভার্সিটির শিক্ষক সমিতি নির্বাচন

সরকার সমর্থক ও বিরোধীদের লড়াই

প্রচারণার ইস্যু অনিয়ম দলীয়করণ

গিয়াস উদ্দিন রিমন ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরো শিক্ষক রাজনীতি এখন আবর্তিত হচ্ছে। শিক্ষকরা এখন পুরোদমে নির্বাচনী প্রচারনায় ব্যস্ত। সমগ্র ক্যাম্পাস জুড়ে চলছে জমজমাট প্রচার-প্রচারণা। শিক্ষকদের লাউঞ্জ, বিভাগ, অফিস কক্ষ, ক্লাব, বাসা সর্বত্রই প্রার্থীরা তৎপর। তারা নিজেদের পক্ষে ভোট চাইছেন, প্রতিদ্বন্দ্বী প্যানেলের দোষ-ত্রুটি তুলে ধরছেন। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের সরকারবিরোধী সাদা প্যানেল ও সরকার সমর্থক নীল প্যানেল এই প্রচারণায় অত্যন্ত সক্রিয়। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী বাম ও মধ্যপন্থী শিক্ষকদের গোলাপী প্যানেল পক্ষ-হিসাবে তৃতীয় হলেও শক্তি হিসাবে তেমন কোন অবস্থান দেখাতে পারছে না। ফলে সাদা ও নীল প্যানেলের মধ্যেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা সীমিত থাকবে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচনগুলোকে ক্ষমতাসীনদের অনুসারীরা শিক্ষকদের সার্বিক কল্যাণে ব্যবহার না করে সরকারী উচ্চপদে আরোহণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার বিরুদ্ধে গোলাপী দল সোচ্চার। এবার নির্বাচনে অন্যসব ইস্যুর পাশাপাশি শিক্ষক নিয়োগসহ সার্বিক কার্যক্রমে অনিয়ম ও দলীয়করণের বিষয়টি প্রাধান্য পাচ্ছে। খোদ প্রশাসন সমর্থক আওয়ামী লীগপন্থী নীল দল তাদের নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কর্মকাণ্ডে দলীয়করণ মুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা, শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম দূর করা, আর্থিক ব্যবস্থায় শৃংখলা ফিরিয়ে আনা, সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাদান প্রতিষ্ঠা ও একাডেমিক গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করেছে। তাদের মেনিফেস্টো দেখে সাধার[illegible] শিক্ষকরা বলছেন, তাহলে নীল দল স্বী[illegible] করে নিয়েছে যে, তাদের নেতা[illegible] প্রফেসর এ কে আজাদ চৌধুরীর [illegible] প্রশাসন প্রতিনিয়ত অনিয়ম ও [illegible] করে চলেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] করছে। অপরদিকে সরকার[illegible] জামায়াত, বাম ও মধ্যপন্থী [illegible]

২-এর পৃঃ ৫-এর কঃ [illegible]

ঢাকা ভার্সিটি নির্বাচন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সাদা দল তাদের নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে বলেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর তার দলনিরপেক্ষতা ও নৈতিক অবস্থান হারিয়ে ফেলেছেন। তাই ভিসি এখন পুলিশ প্রহরায় চলাচল করছেন— যা অত্যন্ত দৃষ্টিকটু এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষকদের জন্য মর্যাদা হানিকর। সাদা দল তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি নষ্ট করার প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে সোচ্চার। তারা বলেছেন, সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচনে প্রশাসনের কেউ কেউ তরুণ শিক্ষকদের ভয়-ভীতি ও লোভ দেখিয়ে সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেছেন। এবার স্বয়ং ভিসি প্রবীণ শিক্ষকদের ডেকে নীল দলের জন্য ভোট চাচ্ছেন। সাদা দল বলেছে, ভিসি দলীয় প্রার্থী হিসাবে নির্বাচিত হলেও তিনি সাদা, নীল, গোলাপী সকলের ভিসি। তার দলীয় মনোবৃত্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থিতির মূল। তারা দলীয়করণ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। তারা সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্রমাবনতিশীল পরিস্থিতিতে উদ্বেগ [illegible]শ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভে[illegible] [illegible]ভ শক্তির মোকাবিলায় শিক্ষকদের স[illegible] চেয়েছে। আর নীল দল '৭৩-এর অধ্যাদেশ ও মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ সমুন্নত রেখে এ[illegible]শ শতাব্দীর উপযোগী বিশ্ববিদ্যালয় [illegible]ড়তে শিক্ষকদের সমর্থন চেয়েছে। গোলাপী দল বলেছে, শিক্ষকরা একাডেমিক না হয়ে নেতা-কর্মী হয়ে গেলে শিক্ষাঙ্গন তমসাচ্ছন্ন হবে। এসব বিষয় নিয়ে এখন গোটা ক্যাম্পাসে শিক্ষকদের মুখে মুখে আলোচনা চলছে। আগামী ৩০ ডিসেম্বর (বুধবার) নির্বাচনের মাধ্যমে শিক্ষকরা রায় দিয়ে তাদের মতামতের প্রকাশ ঘটাবেন। সেদিন সকাল ১০টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে শিক্ষক সমিতি নির্বাচনের ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।